بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

নং: ১৪৪১-০২/০২ | শুক্রবার, ১২ সফর, ১৪৪১ হিজরী | ১১/১০/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শেখ হাসিনা কর্তৃক ভারতের নিকট দেশের সকল স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বিক্ষোভ সমাবেশ:

হে মুসলিমগণ, আসন্ন খিলাফতে রাশিদাহ্ এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর বিচার করবে এবং অচিরেই ভারতকে পদানত করবে

হিযবুত তাহ্‌রীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ আজ শুক্রবার (১১ অক্টোবর, ২০১৯) বাদ জুমু'আ ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনা কর্তৃক ভারতের নিকট দেশের সকল স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন: দিন দিন হাসিনার বিশ্বাসঘাতকতা 'নতুন উচ্চতায়' পৌঁছে যাচ্ছে। 'হাসিনা' নামটি বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক এবং তার পদক্ষেপগুলি বিশ্বাসঘাতকতার 'প্রতীক' হয়ে দাড়িয়েছে। হাসিনা ভারতের প্রতি তার আনুগত্যকে প্রমাণ করতে দেশবিরোধী একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ফেনী নদী থেকে দিনে ১.৮২ কিউসেক পানি প্রদান, উপকূলীয় নজরদারির নামে ভারতকে সামরিক রাডার বসানোর অনুমতি প্রদান, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ, দেশে গ্যাস সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস রপ্তানী, ইত্যাদি তার বিশ্বাসঘাতকতার কিছু ঘৃণ্য নমূণা মাত্র।

বক্তাগণ আরও বলেন: হাসিনার মত ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের ক্ষেত্রে এটাই কি স্বাভাবিক নয়! কারণ তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে - সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, দেশের অভ্যন্তরে লুটপাট করা, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দমত উত্তরাধিকারীর জন্য ক্ষমতার মসনদকে সুরক্ষিত করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে বাধা দূর করতে হাসিনার মত যালিম শাসকেরা দেশবাসীর উপর নির্বিচারে যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে, যেখানে প্রতিনিয়ত জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে পিষ্ট করা হচ্ছে, যার জলন্ত উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম বুয়েটের শেরে বাংলা হলের ২০১১ নম্বর টর্চার সেলে যেখানে হাসিনার লাঠিয়াল বাহিনী আবরার ফাহাদ নামক ভারতবিরোধী উম্মাহ্'র এক প্রতিবাদী সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের প্রতি হাসিনার আনুগত্য যতটা প্রবল - জনগণের প্রতি তার ঘৃণাও ঠিক ততটাই তীব্র। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সত্যই বলেছেন, *"... তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, এবং তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়..."* [সহীহ্ মুসলিম]।

পরিশেষে বক্তাগণ মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন: এই যালিম শাসকগোষ্ঠীর নিকট হতে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্তির নাই, তারা একের পর একে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের দালালির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যাবে। অনতিবিলম্বে বিশ্বাসঘাতক হাসিনাকে অপসারণ করে খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদানে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট দাবী তুলুন। আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর বিচার করবে; সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করবে - কারণ এসকল চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম; বন্দর ও সমুদ্র উপকূলের মতো কৌশলগত সম্পদ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ বাতিল করে উম্মাহ্'র কর্তৃত্ব নিশ্চিত করবে - বিশ্বে নেতৃত্বশীল জাতি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার হাতিয়ার হিসেবে এই কৌশলগত সম্পদগুলোকে ব্যবহার করবে; ভারতকে পদানত করবে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে ফারাক্কা, তিস্তা ব্যারেজসহ সকল বাঁধ অপসারণে ভারতকে বাধ্য করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী হিন্দুস্তানের (ভারত) সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই বাহিনীর যোদ্ধাদের বিজয় দান করবেন। তারা হিন্দুস্তানের শাসকদের বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ সেই বাহিনীর যোদ্ধাদের মাগফিরাত দান করবেন..."
[কিতাবুল ফিতান]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ